

প্রবাসে ফোবানা-

নূতন প্রজন্মকে নিয়ে ভাবনা

হারুন চৌধুরী

প্রতি বছর দিন মাস ঘুরে এই উত্তর আমেরিকাতে সেপ্টেম্বর মাসে ফোবানা আসে। সকল বাংলাদেশী প্রবাসী বাঙালীর মিলন মেলা এই ফোবানা। ভাষা-সাহিত্য, প্রবাসে সংস্কৃতি চর্চা, ঐক্য চেতনা আমাদের নূতন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরাও ফোবানার মহান দায়িত্ব। ফেডারেশন অব বাংলাদেশী এসোসিয়েশন্স ইন নর্থ আমেরিকা সংক্ষেপে ‘ফোবানা’ নাম দিয়ে এর অগ্রযাত্রা হয়েছিল আজ থেকে ১৭ বছর আগে ১৯৮৭ সালে এই ওয়াশিংটন ডিসি থেকে।

এখন প্রশ্ন এসে যায় এই সতের বছরে আমাদের নূতন প্রজন্ম ফোবানা থেকে কতটুকু লাভবান হয়েছে। নূতন প্রজন্ম এই ফোবানা সম্পর্কে কতটুকু জানতে পেরেছে? আজ ফোবানার প্রতি নূতন প্রজন্ম কতটুকু আগ্রহী? আজ যে শিশু বাংলাদেশী অভিভাবকদের ঘরে আমেরিকাতে জন্ম হয়েছে, সে শিশু কি করে বাংলাদেশের সাথে পরিচিত হবে। যদি অভিভাবক শিশুকে পরিচয় করিয়ে না দেয়। এ দায়িত্ব কার? নিজের দেশের সাথে পরিচয় করার? বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে আসা বাঙালীদের সাথে পরিচিত হওয়া। ভাবের আদান-প্রদান করা। অথচ আগামী দিনের সেই শিশুর যোগসূত্র এই ফোবানার মাধ্যমে হতে পারে। একটি সুন্দর মনোরম পরিবেশ ও মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই এই ফোবানার সৃষ্টি। দেশের শেকড়ের সাথে আমাদের যোগাযোগ রক্ষা করাই ফোবানার লক্ষ্য।

এই উত্তর আমেরিকায় আগামীতে আমাদের নূতন প্রজন্মের পরিচয় হবে কী দিয়ে? বাংলাদেশী-আমেরিকান? এভাবে কেটে যাবে যুগ-যুগান্তর। তার পাশাপাশি আমাদের ভাষা-সাহিত্য সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে হবে। নচেৎ নিজের আসল পরিচয় বলে কিছু থাকবে না। যে জাতি নিজের আত্ম পরিচয়কে হারিয়ে ফেলে সে জাতির কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সে হয় পরগাছার মত ভাসমান। আমি যতই আমেরিকান হই না কেন! আমার গায়ের রং তো আমি পরিবর্তন করতে পারব না। রাস্তায় বের হলে আমাকে কেউ আমেরিকান বলবে না। ইউএস সিটিজেন হলেও গায়ের মধ্যে সে ছাপ লেখা নেই। বিদেশীরা প্রথম দর্শনেই বলবে আমি এশিয়ান। চায়নিজরা আজও তাদের শেকড়কে ধরে রেখেছে। তার পাশাপাশি তারা এদেশের কর্মকাণ্ডের সাথেও সম্পৃক্ত। এ দেশের প্রশাসনে ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ওদের বিচরণ সর্বত্র। সর্বক্ষেত্রেই এরা শক্তিশালী লবী

মেইনটেইন করে চলেছে। ঘরে অভিভাবকরা ছেলে-মেয়েদের সাথে তাদের ভাষায় কথা বলে। বাইরে ইংরেজিতে।

দুঃখের বিষয় অনেক বাঙালি এই আমেরিকাতে এসে আমেরিকান আধুনিকতায় তাদের ছেলে-মেয়েদের বাংলা ভাষায় কথা বলার প্রতি উদাসীনতা দেখায়। যেন এক ধরনের আমেরিকান ইংরেজির গন্ধ গায়ে মাখানো। কিন্তু এই প্রজন্মই একদিন শিক্ষা দীক্ষায় বড় হবে। জ্ঞানের পিপাশা পূরণ করবে। বাল্যকাল থেকে শিশুরা যদি আমাদের কৃষ্টির সাথে পরিচয় হয় সেই যোগসূত্রে বাংলাদেশের প্রতিও তাদের দেশ প্রেম জন্মাবে। অভিভাবক যদি তাদের ছেলে-মেয়েকে প্রতি বছর না হলেও এক বছর অন্তর বাংলাদেশে বেড়াতে নিয়ে যান তবে সে দেশের মানুষের সাথে, আবহাওয়ার সাথে, দাদা-দাদী, নানা-নানী আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মেলামেশার সুযোগ পাবে।

নূতন প্রজন্মকে দেশের শেকড়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার দায়-দায়িত্ব আপনার-আমার সবার। প্রতি বছর ফোবানা সম্মেলন করলেই দায়িত্ব শেষ হবে না। নূতন প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নিয়েও আমাদের ভাবতে হবে। তবেই ফোবানার ইচ্ছিত লক্ষ্য অর্জিত হবে। নচেৎ আমরা কেউই এই দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাব না।

(লেখক ও সাংবাদিক)